

মহানবী ﷺ-এর চরিত্রালোকে মুসলিমের  
দৈনন্দিন জীবন

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد :

মহান আল্লাহ বলেছেন,

( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) ( الحشر : ৭ ) .

তিনি আরো বলেছেন,

( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( آل عمران : ৩১ )

মহানবী ﷺ তাঁর খুতবার প্রারম্ভে বলতেন,

( أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ وإنَّ أفضلَ الهدى هدىُّ محمدٍ وشرُّ الأمورِ محدثاتها وکلُّ بدعةٍ ضلالةٌ وکلُّ ضلالةٍ في النارِ ) .

“আম্মা বা’দ (আল্লাহর প্রশংসা ও সাক্ষ্য দান করার পর), নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সত্য কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম রীতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রীতি। আর নিকৃষ্টতম কাজ (দ্বীনে) নব আবিষ্কৃত কর্মসমূহ, প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত কর্ম বিদআত, প্রত্যেক বিদআত অষ্টতা এবং প্রত্যেক অষ্টতা জাহান্নামে।” (আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, সঃ জামে’ ১৩৫৩নং)

তিনি আরো বলেছেন,

« مَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي » .

“যে আমার সুন্নাহ (তরীকা) থেকে বৈমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।” (বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ৩৪৬৯নং)

এ ছাড়া আরো অনেক কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট উক্তি রয়েছে, যা মুসলিমকে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর প্রতি এবং নতুন ইবাদত অথবা ইবাদতে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার না করার প্রতি আহ্বান করে। এই জন্য আমরা অনুভব করলাম যে, আমাদের উপর ওয়াজেব এই যে, আমরা আপনার মতো মুসলিম ভাইকে এবং আমাদের নিজেদেরকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সুন্নাহ ও আদর্শ স্মরণ করিয়ে দিই, যা সহীহ বলে প্রমাণিত এবং যতটুকুর জন্য আমাদের এ কাগজে জায়গার সংকুলান হয়। আর একক আল্লাহর কাছেই আমরা সাহায্য ভিক্ষা করি।

সকাল-সকাল শুয়ে পড়া

রাত্রে সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করুন, যাতে ফজরের নামাযের জন্য যথাসময়ে জাগতে পারেন। যেহেতু উলামাগণ বলেন, ‘যে কর্ম ছাড়া ওয়াজেব সম্পাদিত হয় না, সে কর্ম করা ওয়াজেব।’ আর ফজরের নামায প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।

যে সকল কর্ম করলে আপনি ভোর-ভোর জাগতে পারবেন, তার কিছু নিম্নরূপ :-

- ১। আপনি রাত্রে বেশি পানাহার করবেন না। কারণ তাতে ঘুম বেশি গভীর হবে এবং জেগে ওঠা কঠিন হয়ে যাবে।
- ২। দিনের বেলায় অপ্রয়োজনীয় কাজে বেশি পরিশ্রম করবেন না; যেমন খেলাধুলা ইত্যাদি। যেহেতু তাহাজ্জুদের নামায ও ফজরের নামাযের জন্য ওঠা আপনার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- ৩। টিভি ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমে চোখ লাগিয়ে থেকে রাত্রি জাগরণ করবেন না। কারণ এমনও হতে পারে যে, আপনি পাপ কাজে রাত জেগে ফরয কাজ নষ্ট করে ফেলবেন।
- ৪। সম্ভব হলে দুপুরে আহারের পর একটু বিশ্রাম নিন। এর ফলে রাতের ঘুম হালকা হবে এবং আল্লাহর হুকুমে আপনি তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযের জন্য যথাসময়ে উঠতে পারবেন। আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

( قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُ ) .

অর্থাৎ, দুপুরে বিশ্রাম নাও। কারণ শয়তানরা দুপুরে বিশ্রাম নেয় না। (সঃ জামে’ ৪৪৩১নং)

৫। কোন গোনাহকে তুচ্ছ ভাববেন না। কারণ তাতে হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। এক ব্যক্তি হাসান বাসরীকে জিজ্ঞাসা করল, ‘আমি তাহাজ্জুদের নামায ভালোবাসি। কিন্তু কী ব্যাপার, আমি উঠতে পারি না কেন?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘তোমার গোনাহসমূহ তোমাকে আটকে রাখে।’

৬। আপনার হৃদয়কে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ থেকে, বিদআত ও পার্শ্বব সুখলালসা থেকে মুক্ত রাখুন। অন্তর পরিষ্কার থাকলে, ইবাদতে সহযোগিতা পাবেন।

৭। আল্লাহকে ভালোবাসা এক প্রকার শক্তি। এই ঈমানী শক্তিতে আপনি অনুভব করবেন যে, আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের সাথে গোপনে কথা বলবেন।

৮। শোবার আগে বিতর পড়ে নিন ও কুরআন তেলাওয়াত করুন। অবশ্য যদি আপনার মনে এই প্রবল ধারণা থাকে যে, ফজরের আগে উঠতে পারবেন, তাহলে শেষ রাতে বিতর পড়াই উত্তম।

এ হল কতিপয় অসীলা, যা তাহাজ্জুদের নামায ও ফজরের নামাযের জন্য উঠতে আপনাকে সাহায্য করবে---ইন শাআল্লাহ। এগুলি প্রয়োগ করুন এবং আপনার জেগে উঠাতে নিয়তকে পরিশুদ্ধ রাখুন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, যেন আপনার আমলকে তিনি কবুল করেন, তা নিজের সম্ভৃষ্টির জন্য বিশুদ্ধ করেন এবং তা তাঁর কিতাব ও তাঁর নবী ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসারী করেন। কারণ এ হল দুটি শর্ত, যে দুটি পূরণ না হওয়া ছাড়া মহান আল্লাহর নিকটে কোন আমল নেক ও কবুল হবে না।

সতর্ক থাকুন! যাতে আপনি তাদের দলভুক্ত না হন, যাদের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْفَرِيٍّ جَوَّازٍ سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ جِيْفِيٍّ بِاللَّيْلِ حِمَارٌ بِالنَّهَارِ عَالِمٌ بِالدُّنْيَا جَاهِلٌ بِالْآخِرَةِ.

“নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জুলোদর মোটা-দেহী অহংকারী, বাজারে হৈ-ছল্লোড়কারী ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, যে রাতে (ঘুমে) মরা লাশ এবং দিনে গাধা (এর মতো মেহনতী), দুনিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞ, আখেরাত সম্বন্ধে অজ্ঞ।” (বাইহাক্বী, সঃ জামে’ ১৮৭৪নং)

তাহাজ্জুদগুয়ার হন। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

« نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ».

“আব্দুল্লাহ ভাল লোক; যদি রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ত।” (বুখারী ১১২২, মুসলিম ৬৫২৫নং)

« أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ».

“ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল গভীর রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।” (মুসলিম ২৮১৩নং)

ঘুম থেকে জাগার আদব

ঘুম থেকে জেগে উঠলে সুনত হল এই দুআ বলা,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانًا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

**উচ্চারণঃ-** আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহয্যা-না বা’দা মা আমা-তানা অ ইলাইহিন নুশুর।

**অর্থঃ-** সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। (বুখারী ৬৩১২, মুসলিম ৭০৬২নং)

অতঃপর পরিপূর্ণরূপে উযু করুন। অতঃপর এই আয়াত পড়ুন,

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ....)

শেষ সূরা পর্যন্ত আলে ইমরানের ১১টি আয়াত পাঠ করুন। যেহেতু এ কাজ মহানবী ﷺ করতেন বলে প্রমাণিত।

অতঃপর হাঙ্কা দুই রাকআত পড়ার মাধ্যমে তাহাজ্জুদের নামায শুরু করুন। অতঃপর ইচ্ছামতো ২ রাকআত ২ রাকআত ক’রে লম্বা ক্বিরাআত পড়ে নামায পড়ুন। তবে রমযান-অরমযানে বিতর সহ ১১ রাকআতের বেশি পড়া সুনত নয়। যেহেতু মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

(مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً).

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান-অরমযানে (রাতের নামায) ১১ রাকআতের বেশি পড়তেন না। (বুখারী ১১৪৭, মুসলিম ১৭৫৭নং)

শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়লে ফজর উদয় হওয়ার আগে-আগেই বিতর পড়ে ফেলুন; যদি শোবার আগে বিতর না পড়েছেন তাহলে। এ সবই রসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে।

ফজরের নামায

ফজরের সময় হলে উত্তম এই যে, পুনরায় উযু করুন; যদিও আপনার উযু আছে। যেহেতু প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করা সুনত।

আযান হলে হাঙ্কা করে দুই রাকআত সুনত পড়ুন। অতঃপর ফজরের ফরয নামাযের আগে আর কোন নামায পড়বেন না। অতঃপর জামাআত সহকারে মসজিদে ফরয নামায আদায় করুন।

সুনত হল অন্যান্য নামাযের তুলনায় ফজরের নামায বেশি লম্বা করে পড়া। এমনকি প্রমাণিত যে, মহানবী ﷺ ফজরের নামাযে এক রাকআতে ষাট আয়াত পাঠ করেছেন।

এটাও সুনত যে, ফজরের ফরয নামাযের পরে আপনি আপনার নামাযের জয়গায় সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে যিকর করবেন। অতঃপর দুই রাকআত ইশরাকের নামায পড়বেন। এতে আপনার পরিপূর্ণ একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হবে! (সহীহুল জামে’ ৬৩৪৬নং)

পানাহারের আদব

খাবার খাওয়ার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলুন। শুরুতে ভুলে গেলে এবং খেতে খেতে মনে পড়লে বলুন, ‘বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অআখিরাহা।’ খাওয়ার শেষে বলুন, ‘আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতুআমানী হাযা অরাযাক্বনীহি মিন গাইরি হাওলিম মিনী অলা ক্বুউওয়াহা।’ (সঃ তারগীব ২০৪২নং)

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলুন, ‘বিসমিল্লাহ, তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাউলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।’ (আবু দাউদ, তিরমিযী, সঃ জামে’ ৪৯৯নং)

বাড়ি প্রবেশের সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলুন। (মুসলিম ৫৩৮১নং)

সকাল-সন্ধ্যার একটি দুআ

সকাল-সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী স্মরণ করুন,

“যে ব্যক্তি প্রত্যহ সন্ধ্যায় (নিশ্চয় দুআ) তিনবার পাঠ করবে---

(يَسْمُ اللَّهُ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).

‘বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা য়ায়ুরু মাআসমিহী শাইয়ান ফিল আরযি অলা ফিস সামা-ই অহযাস্ সামীউল আলীমা।’

সে ব্যক্তির নিকট সকাল পর্যন্ত আচমকা কোন বালা-মসীবত আসবে না। আর যে ব্যক্তি তা সকালে পাঠ করবে, তার নিকট সন্ধ্যা পর্যন্ত আচমকা কোন বালা-মসীবত আসবে না। (সঃ জামে’ ৬৪২৬নং)

অনুরূপ নিরাপত্তা লাভের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার ক’রে তিন ‘কুল’ পড়ুন।

সকল কাজে সুন্যাহ বাস্তবায়ন করুন

আপনি যে কোন কাজ করবেন, তাতে মহান আল্লাহর শরীয়তকে, তাঁর আদেশ ও নিষেধকে এবং তাঁর নবী ﷺ-এর সুন্যাহকে বাস্তবায়িত করুন। আর আপনার পার্থিব জীবন ও তার সুখ-সন্তোগকে প্রাধান্য দেবেন না। কারণ “যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা (লক্ষ্য) ইহলৌকিক সুখভোগ (দুনিয়াদারীই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার প্রতিকূলে বিক্ষিপ্ত করে দেন, তার দারিদ্রকে তার দুই চক্ষুর সামনে করে দেন, আর দুনিয়ার সুখসামগ্রী তার ততটুকুই লাভ হয় যতটুকু তার ভাগ্যে লিখা থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য (ও পরম লক্ষ্য) পারলৌকিক সুখভোগ (আখেরাতই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার অনুকূলে ঐকান্তিক করে দেন। তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা (ধনবত্তা) ভরে দেন। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়ার (সুখসামগ্রী) তার নিকট এসে উপস্থিত হয়।” (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৫০ নং)

যথাসময়ে নামায আদায় করুন

যথাসময়ে যথাযথভাবে নামায আদায় করুন। নামায ও ইসলামের যাবতীয় ফরয কর্মকে আপনার জীবনে বেশি গুরুত্ব দিন। শয়তানকে এ সুযোগ দেবেন না, যাতে সে কুমন্ত্রণা দিয়ে আপনার নামায নষ্ট করে দেয় অথবা মসজিদে জামাতাত সহকারে নামায আদায় করতে যাওয়ার আগ্রহকে দমন করে ফেলে। সর্বদা মহান আল্লাহর ইবাদতকে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দিন। যাতে আপনি তাদের দলে शामिल না হন, যারা পার্থিব জগৎকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে শাস্তিযোগ্য হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

(قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (التوبة : ٢٤)

অর্থাৎ, বল, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সংপথ প্রদর্শন করেন না। (তাওবাহঃ ২৪)

হালাল রুযী অনুসন্ধান করুন

আপনার পানাহার, লেবাস-পোশাক ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে হারাম ও সন্দিগ্ধ জিনিস থেকে দূরে থাকুন। মহানবী ﷺ বলেছেন, “তুমি ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর, যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর, যাতে তোমার সন্দেহ নেই।” (তিরমিযী, সঃ জামে’ ৩৩৭৭নং)

“যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কোন জিনিস বর্জন করবে, সে ব্যক্তিকে তিনি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ জিনিস দান করবেন।” (আহমাদ ২০৭৩৯নং)

অশ্লীলতা বর্জন করুন

কথা ও কাজে যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকুন। মানুষের সাথে বিনয়ের সাথে নিম্নস্বরে কথা বলুন; বিশেষ করে আম জায়গাসমূহে। ভালো দিয়ে মন্দ দূর করুন। কেউ আপনার প্রতি অন্যায় করলে তাকে ক্ষমা করুন।

কেউ আপনার সেবায় ত্রুটি করলে তাকে উঁট-ধমক বর্জন করুন এবং আপনি আপনার কর্তব্য আদায়ে ত্রুটি করবেন না। আর অপরের অধিকার নষ্ট করবেন না।

যথাসম্ভব রসিকতা কম করুন। কম হাসুন। আপনার অধিকাংশ হাসি হোক মুচকি হাসি।

দরিদ্র ও অভাবী মানুষদেরকে সহযোগিতা করতে পিছপা হবেন না। সংসারের কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করতে কুঠাবোধ করবেন না।

আপনার বাহ্যিক দেহ সুন্দর হোক। যথাসাধ্য সুন্দর ও পরিষ্কার পোশাক পরুন; বিশেষ করে নামাযের সময় ও ঈদের দিনগুলিতে। অবশ্য তাতে অপব্যয় থেকে দূরে থাকুন।

বিনয়ী হন। মাটির উপর বসে খেতে অহংকার প্রদর্শন করবেন না। যা জোটে, তাই খান, নাক সিঁটকান না। আর যথাসম্ভব পরিমিত খান।

আপনার কর্মচারী থাকলে তার কর্মে তাকে সহযোগিতা করুন, যদিও মাটি খনন ও বহন করে। এতে আপনার মন থেকে অহংকার বিদূরিত হবে।

কেউ আপনার প্রশংসা করলে অতিরিক্ত প্রশংসায় সন্তুষ্ট হবেন না।

সদা সত্য কথা বলুন। উপহাস ছলেও মিথ্যা ও অশ্লীল বলা হতে দূরে থাকুন। খারাপ কথা বলবেন না। লোককে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলবেন না।

কোন মানুষের প্রতি কঠোর ও নির্দয় হৃদয়ের ব্যবহার প্রদর্শন করবেন না। জীবের প্রতি দয়া করুন, তাহলে মহান আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করবেন।

দানশীল হন এবং কৃপণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। কারণ কৃপণ আল্লাহর কাছে এবং মানুষের কাছেও ঘৃণ্য।

পানাহার, পরিধান ও সকল প্রকার প্রসাধন সামগ্রীতে অপচয় ও অপব্যয় থেকে দূরে থাকুন।

রাগ ও ক্রোধ এবং তার প্রতিক্রিয়া থেকে দূরে থাকুন। রাগ হলে শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন।

বেশি কথা বলবেন না। কারণ আপনার প্রত্যেক কথাই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

কুরআন তিলাঅত করুন। তার অর্থ বুঝে পাঠ করুন। কুরআন অপরের নিকট থেকে শুনুন।

সুগন্ধি ও দাঁতন ব্যবহার করুন। কেউ সুগন্ধি উপহার দিলে ফিরিয়ে দেবেন না। সর্বদা যেন আপনার নিকট সুবাস পাওয়া যায়; বিশেষ করে নামাযের সময়। নামাযের পূর্বে দাঁতন ব্যবহার করুন। এ সব হল সুন্নত।

হক কথা বলুন ও অপরের উপদেশ গ্রহণ করুন। বীরের মতো ন্যায্য কথা বলুন, যদিও তা আপনার নিজের বিরুদ্ধে হয়।

স্ত্রীদের মাঝে ও সন্তানদের মাঝে ইনসাফ বজায় রাখুন। একজনকে অপারজন অপেক্ষা কোন কিছু বেশি দেবেন না। তাদের প্রত্যেক বিষয়ে ন্যায্যপারায়ণতা বহাল রাখুন। সর্বকাজে আপনি ন্যায্যনিষ্ঠ হন।

মানুষের কষ্টদানে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং তাদেরকে ক্ষমা ক’রে দিন; যাতে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন। আর অপরের জন্য তাই পছন্দ করুন, যা নিজের জন্য পছন্দ করেন।

নিজের ভাই-বন্ধু ও মুসলিমদের মাঝে বেশি বেশি সালাম প্রচার করুন। বাড়ি প্রবেশের সময়, সাক্ষাৎ ও বিদায়ের সময় সালাম বিনিময় করুন। সালাম দেন সুন্নাতী বাক্যে ‘আস-সালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবাবাকাতুহ’ বলে। ‘গুড মর্নিং, সুপ্রভাত, শুভ সন্ধ্যা’ ইত্যাদি বলে সালাম দেওয়া হতে দূরে থাকুন।

পাকা চুল-দাড়ি হলুদ বা লাল রঙ দিয়ে রঙিয়ে ফেলুন। তবে মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ মেনে কালো রঙ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

আপনি আপনার যাবতীয় কর্মে সুন্নাহর অনুসারী হন; যাতে আপনি সেই সওয়াবের অধিকারী হতে পারেন, যার কথা মহানবী ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে বলেছেন, “তোমাদের পরবর্তীতে আছে ধৈর্যের যুগ। সে (যুগে) ধৈর্যশীল হবে মুষ্টিতে অঙ্গার ধারণকারীর মতো। (তোমরা যে আদর্শে আছ, সেই আদর্শানুযায়ী) সে যুগের আমলকারীর হবে পঞ্চাশ জন পুরুষের সমান সওয়াব।” জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! পঞ্চাশ জন পুরুষ আমাদের মধ্য হতে, নাকি তাদের মধ্য হতে?’ তিনি বললেন, “না, বরং তোমাদের মধ্য হতে!” অন্য বর্ণনায় আছে, “তোমাদের পঞ্চাশজন শহীদের সমান সওয়াব।” (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৪৯৪নং)

দুনিয়াদার হওয়া থেকে বিরত থাকুন। সংসারের মায়ার বন্ধনে নিজেকে জড়াবেন না। যেহেতু দুনিয়ার মায়া হল বিলীয়মান ছায়া। জাবের رضي الله عنه বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ একটি কানকাটা মৃত ছাগল-ছানার পাশ দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার সময় বললেন, “তোমাদের কে এটাকে এক দিরহাম দিয়ে কিনতে চায়?” লোকেরা বলল, ‘আমরা তা সামান্য কিছু বিনিময়েও চাই না।’ তিনি বললেন,

« فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ».

“আল্লাহর কসম! আল্লাহর নিকট দুনিয়া এর চাইতেও অধিক নিকৃষ্টতর।” (মুসলিম ৭৬০৭নং)

তিনি আরো বলেছেন,

( لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ) .

“যদি আল্লাহর নিকট মাছির ডানার সমান দুনিয়ার (মূল্য বা ওজন) থাকত, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে তার (দুনিয়ার) এক টোক পানিও পান করাতেন না।” (তিরমিযী, সিঃ জামে’ ৫১৬৮নং)

আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যাতে তিনি আমাদেরকে ও আপনাকে তাঁর কিতাব ও তাঁর নবী ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করেন। তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর ভালোবাসা ও আনুগত্য করার প্রয়াস দান করেন। তাঁর ভীতি রাখা অবস্থায় যেন আমাদেরকে মৃত্যুদান করেন। তাঁর নবীর ভালোবাসা, সুপারিশ ও সুন্নাহর অনুসরণ লাভের তওফীক দান করেন। আর আমরা যেন তাদের দলভুক্ত না হই, যাদের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ).

“আমার উম্মতের কয়েকটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের মাঝে খেয়াল-খুশী প্রতিক্রিয়াশীল হবে, যেমন কুকুরে কামড় দেওয়া লোকের ভিতরে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিক্রিয়াশীল হয়। প্রত্যেক শিরা-উপশিরা ও জোড়ে-জোড়ে তা প্রবেশ করে।” (হাকেম, ত্বাবারানী, সিঃ তারগীব ৪৯নং)

সুতরাং সাবধান ভাইজন! খবরদার তাদের দলভুক্ত হবেন না। সে জন্য আপনি আল্লাহর কিতাব ও নবী ﷺ-এর সুন্নাহ শিক্ষা ও অনুসরণ করুন। তা আপনার পরিবার ও ভাই-বন্ধুদেরকে শিক্ষা দিন। এতে রয়েছে বিশাল সওয়াব। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(الدَّاءُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ).

“যে ব্যক্তি কোন কল্যাণের প্রতি মানুষকে নির্দেশ দেয়, সে ব্যক্তি ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায় সওয়াব অর্জন করে।” (মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী প্রমুখ, সিঃ জামে’ ৩৩৯৯ নং)

সহজে যা সংগ্রহ করা গেল, তা এতটুকুই। তাতে যদি আমরা বলেছি, তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি কিছু ভুল বলেছি, তাহলে তা আমাদের পক্ষ থেকে।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

وصلى الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أخلاق النبي ﷺ وسننه

وبعض الآداب الإسلامية